শেষাব্দি ক্যানবেরার বাংলাদেশী অনাথ আশ্রমে লে:জে: মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী আসছেন

কর্ণফুলী রিপোর্ট

ক্যানবেরাস্থ বাংলাদেশী হাইকমিশন অফিসটি দীর্ঘদিন রাষ্ট্রদুতহীন অর্থাৎ পিতৃহীন অনাথাশ্রমের মত পড়েছিল। সর্বশেষ রাষ্ট্রদুত হুমায়ুন কবীর গতবছরের গোড়ার দিকে এ্যামেরীকাতে বাংলাদেশী রাষ্ট্রদুত হিসেবে বদলী হয়ে যাওয়ার পর থেকে নানা জটিলতার কারনে অদ্যাবদি অষ্ট্রেলিয়াতে কোন রাষ্ট্রদুত পাঠানো সম্ভব হয়নি। প্রস্তাবিত কয়েকজনকে অষ্ট্রেলিয়াও গ্রহণ করতে চায়নি, অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয় পররাষ্টমন্ত্রণালয় সেই কয়েকজন বিতর্কিত প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বকে বাংলাদেশী রাষ্ট্রদুত হিসেবে 'এ্যগ্রিমো' দেয়নি। স্মরণ করা যায় যে জনাব হুমায়ুন কবীরের পুর্বে রাষ্ট্রদুত আশাফ উদ দৌলা জাপানে বদলি হওয়ার কয়েক মাস আগ থেকে তার বিদায়ের পরও সাময়িকভাবে একই জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। উক্ত ক্রান্তিলগ্নে আশাফ উদ দৌলা কাজের কাজ একটি করে গেছেন বটে, আর তা হলো তার বখে যাওয়া আইবুড়ো পুত্রধনটিকে অষ্ট্রেলিয়াতে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির লোভে বাংলাদেশী-অষ্ট্রেলিয়ান নাগরিক মিজান মজুমদারের একমাত্র কন্যার সাথে শাদি দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রদুত হওয়ার বদৌলতে জনাব দৌলা উক্ত শাদিয়ে-মোবারক অনুষ্ঠানটি দুতাবাসের আঙিনায় অত্যন্ত জাঁক জমকের সাথে সেরেছিলেন। তবে বাসরের ফুল বাসী হওয়ার আগেই নাকি দৌলা সাহেবের সকল পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে তার পুত্রবধূ পিত্রালয়ে 'হামেশা কে লিয়ে ওয়াপেজ' চলে গিয়েছিল। উক্ত রাষ্ট্রদুত দৌলা অষ্ট্রেলিয়া ছেড়ে যাওয়ার সময় দুতাবাসে কাজের জন্য রাষ্ট্রিয়ভাবে প্রাপ্ত তার ভৃত্যটিকেও দৌলত কামাইয়ের জন্যে অষ্ট্রেলিয়াতে ছেড়ে গিয়েছিলেন। উক্ত ভৃত্য পরে অষ্ট্রেলিয়াতে থেকে যাওয়ার জন্যে রিফিউজি ভিসার জন্যে আবেদন করেছিল বলে প্রমান পাওয়া গেছে। বিশ্বস্থ সুত্রে জানা গেছে যে এসকল প্রশাসনিক অনাচার ও দুনীতির কারনে অষ্ট্রেলিয়ান পররাষ্টমন্ত্রণালয় বাংলাদেশী পররাষ্টমন্ত্রণালয়ের উপর বড় নাখোশ।

'বাবা শেষাব্দি তুমি আইলা ? সৎ মা'য়ের সোনার পোলারা - -

শেষাব্দি বাংলাদেশী হাইকমিশন নামক ক্যানবেরার উক্ত অনাথ আশ্রমে লে. জে. মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের হাই কমিশনার নিয়োগ দিয়ে পাঠানো হচ্ছে বলে গত রবিবার [০১/০৯/০৮] বাংলাদেশী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বিশ্বস্থ সুত্র থেকে জানা গেছে। রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগের জন্য গত ৮ জুন মাসুদ উ: চৌধুরীর চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৫৪ সালের ৩০ জুন ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণকারী মাসুদ ১৯৭৫ সালের ১ মে সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত হন।

বাংলাদেশের বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতায় আসার পেছনে জেনারেল মাসুদের প্রভাবশালী ভূমিকা ছিল বলে ধারণা করা হয়। সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য গুরুতর অপরাধ দমন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী নিযুক্ত করা হয়েছিল তাকে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তাকে সেনাবাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার থেকে বদলি করে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ডান্ট নিয়োগ করা হয়। সেই সঙ্গে টাস্কফোর্সের প্রধান সমন্বয়কারীর পদ থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়। এর এক সপ্তাহের মধ্যে ৮ জুন তার চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়।

কিছুদিনের মধ্যে জনাব মাসুদ চৌধুরীকে অস্ট্রেলিয়ায় হাইকমিশনার নিয়োগের প্রস্তুতি নেয় বাংলাদেশের তত্বাবধায়ক সরকার। কিন্তু অস্ট্রেলিয় প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির গুরুজন ও নেতা বলে সুখ্যাত কয়েকজন পরিবহন-শ্রমিক তার এ নিয়োগের বিরোধীতা করে বিক্ষোভের নামে কিছু হম্বিতম্বি করেছিল এবং নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদুত জনাব মাসুদের চরিত্র হনন করে অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের কাছে কয়েক জোড়া স্মারকলিপিও তারা দাখিল করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার প্রবাসী এসকল পরিবহন শ্রমিকদের দাবী আমলেই নেয়নি। এদিকে অস্ট্রেলিয়ান পররাষ্টমন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত রাষ্ট্রদুতের চরিত্রের 'এক্সরে রিপোর্ট' হাই-ভোল্টেজ আলোতে ফেলে পুরু কাঁচ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেন এবং অতপর চরিত্রের স্বচ্ছতা দেখে মাসুদ উ: চৌধুরীর জন্যে 'এগ্রিমো' অনুমোদন করেন।

কর্ণফুলী রিপোর্ট